প্রেস রিলিজ

BANGLADESH HEALTH WATCH

তারিখ: ২০/০৬/২০২০

গবেষণার শিরোনাম: বাংলাদেশে সন্দেহভাজন বা নিশ্চিত কোভিড-১৯ রোগীদের সেবাদানকারী সম্মুখসারির স্বাস্থ্যকর্মীদের (এফএলডব্লিউ)[1] পুনঃ সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সর্বশেষ জরিপের পরে গত এক মাসে পরিস্থিতি কতটা উন্নতি করেছে?

গবেষণা ফলাফলের সারসংক্ষেপ

- এটি ছিল এই ধরনের দ্বিতীয় গবেষণা। সম্মুখসারির স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের ধারণা ও উপলব্ধি জানার জন্য জরিপভিত্তিক প্রথম গবেষণাটি করা হয়েছিল গত এপ্রিল মাসের ৯-১৪ তারিখে। সেসময়ে টেলিফোনের মাধ্যমে মোট ৬০ জন সম্মুখসারির স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বা প্রাইভেট হাসপাতালে সন্দেহভাজন ও নিশ্চিত কোভিড-১৯ রোগী ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

- প্রথম দফায় সাক্ষাৎকার নেয়া ৬০ জন সম্মুখসারির স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের মধ্যে ৪৬ জনের দ্বিতীয় দফায় সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল গত মে মাসের ৫-১১ তারিখে। তাদেরকে পিপিই এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা ছাড়াও প্রথম সাক্ষাত্কারের ফলোআপ হিসেবে তাদের করা আগেরবারের সুপারিশগুলোর হালনাগাদ অবস্থা (আপডেট) সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সম্মুখসারির স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের করা সুপারিশগুলোর পূরণে কী করেছেন সেটা জানা।

- মে মাসে সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় জানা যায় যে, ২৪ শতাংশ উত্তরদাতা (২৩.১% এমবিবিএস চিকিৎসক, ০% পোস্ট গ্রাজুয়েট চিকিৎসক, ৫০% নার্স ও মিডওয়াইফ এবং ১২.৫% প্যারামেডিকস) তখনো পর্যন্ত পিপিই পাননি। তবে, এপ্রিল মাসের জরিপের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে পিপিই বিতরণে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে প্যারামেডিকদের মধ্যে পিপিই সরবরাহ বেড়েছে। যদিও জরিপকালে সম্মুখসারির স্বাস্থ্যসেবাদানকারীগণ সরবরাহকৃত পিপিই-র মান এবং প্রশিক্ষণের অভাবে পিপিই সঠিকভাবে ব্যবহার না হওয়ার বিষয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় সম্মুখসারির সকল ধরনের স্বাস্থ্যসেবাদানকারীরা এখনো কোভিড-১৯ রোগে নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন।

- চিকিৎসকদের আবাসন, খাবার ও পরিবহণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে তা প্রয়োজনীয় পরিমাণে নয়, এবং এই ধরনের সুবিধাগুলো চিকিৎসক ছাড়া অন্যান্য সম্মুখসারির স্বাস্থ্যসেবাদানকারীরা পাচ্ছেন না।

- বাংলাদেশে কোভিড-১৯ রোগের প্রথম ঘটনা শনাক্ত হওয়ার পর দুই মাসের বেশি হতে চলল (প্রথম রোগী শনাক্ত হয়েছে ৮ মার্চ ২০২০), অথচ এখনো কোভিড-১৯ রোগ সম্পর্কে এবং পিপিই ব্যবহারসহ এই মহামারির ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্মুখসারির স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের বিশেষ করে নার্স/মিডওয়াইফ (ধাত্রী) ও প্যারামেডিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি।

[1] সম্মুখসারির স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের মধ্যে আছেন ডাক্তার/চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীগণ

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ
৬৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, ৫ম তলা, আইসিডিডিআর,বি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৯৮২৭৫০১-৪, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৮৮১০৩৮৩, ইমেইল: bhw@bracu.ac.bd, ওয়েব: bangladeshhealthwatch.org

- বাংলাদেশে মহামারি শনাক্ত হওয়ার পর থেকেই সম্মুখসারির বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের মনের উপর চাপ বাড়তে থাকে। বিশেষ করে চিকিৎসকদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বাড়তে থাকা চাপ কমাতে উপযুক্ত পদক্ষেপ না নেয়ার কারণে স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের মানসিক স্বাস্থ্য এখন জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই অবস্থা চললে আশঙ্কা করা হচ্ছে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের মানসিক স্বাস্থ্য বড় ধরনের জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে।

- বর্তমানের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়, সে লক্ষ্যে অবিলম্বে গবেষণায় উত্থাপিত বিষয়গুলো, যেমন: সরবরাহকৃত পিপিই-র পরিমাণ ও গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, সম্মুখসারির স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে নীতি-নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দিক থেকে জরুরিভাবে ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ, ঢাকা

২০/০৬/২০২০

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ
৬৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, ৫ম তলা, আইসিডিডিআর,বি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৯৮২৭৫০১-৪, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৮৮১০৩৮৩, ইমেইল: bhw@bracu.ac.bd, ওয়েব: bangladeshhealthwatch.org